সমকাল

24 MAY 2017

ছাত্র-শিক্ষক মহামিলন : মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | **এসএম আব্রাহাম লিংকন**

আইনজীবী ও সাবেক রাকসু নেতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের এক মহামিলন হয়ে গেল গত ১৩ মে। এটি ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রথম মহাসম্মিলন। সেদিন ঢাকা বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার এলাকা হয়ে উঠেছিল যেন একখণ্ড মতিহার। অনুষ্ঠানে যারা গেছেন তারা সবাই আনন্দবোধ করেছেন। যারা সম্মিলনে যোগ দিতে পারেননি বা সীমাবদ্ধতার কারণে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেননি তারা ভীষণ রকমের দুঃখবোধ করেছেন। বিপুলসংখ্যক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চের বাইরে সমবেত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান সেদিন বহু প্রজন্মকে একত্রে মিলিত করেছিল।

অনুষ্ঠানস্থলের চারপাশে যেসব ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল তা দেখে মনে হয়েছে সমগ্র মতিহারটি বসুন্ধরা সিটিতে তুলে আনা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে যাদেরই নাম থাকুক তারা আসলে আয়োজক ছিলেন না। মূল কাজটি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতের দশকের অন্যতম ছাত্রনেতা মনোয়ারুল হক। তিনি রাকসু ভিপি নুরুল ইসলাম ঠাণ্ডু, ফজলে হোসেন বাদশা, জাহাঙ্গীর কবীর রানা, আইন সচিব আবু সালেহ মো. জহিরুল ইসলাম দুলাল কিংবা দুদক সচিব মোস্তফা কামাল রুমি প্রমুখের নাম বারবার উচ্চারণ করলেও মূলত প্রধান দায়িত্বেই ছিলেন তিনি। তার শ্রম ও আন্তরিকতার জন্য অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হতে পেরেছিল।

সাবেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, তারা যে আশা নিয়ে এসেছিলেন সেটি পূরণ হয়নি বরং বড় ধরনের অতৃপ্তি নিয়ে ফিরেছেন। তাদের অভিযোগ, অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। আসন বিন্যাস সঠিক ছিল না। শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি মানসম্মত ছিল না বরং তারা অধিকাংশই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্থিরচিত্র এবং ডকুমেন্টারি হিসেবে যেগুলো উপস্থাপনা করা হয়েছিল তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের খুবই ক্ষুদ্রাংশ। যাদের এ জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা সমগ্র ইতিহাসকে সম্ভব না হলেও কালভিত্তিক একটা উপস্থাপনা দিতে পারতেন। বর্তমান অবস্থা জানার সে রকম কোনো উপস্থাপনা সমগ্র অনুষ্ঠানে ছিল না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য গুণী ছাত্রের জন্ম দিয়েছে, তাদের দু'একজনকে হলেও সম্মাননা জানালে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব থাকত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এ যাবৎ যে ছাত্র সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে ভালো করেছে তাকে সম্মাননা দেওয়া যেত। এটি অন্যদের জন্য উদাহরণ হতে পারত। রাকসুর প্রথম ভিপি জিএসকে মরণোত্তর সম্মাননা দিলে বেমানান হতো না। যে ছাত্ররা একাত্তরে খেতাব পেয়েছিল তাদের দু'একজন বেঁচে আছেন তারা সম্মাননা পেলে আমাদের মর্যাদা বাড়ত। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে লড়াই করতে হয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে। আশির দশকের গোড়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বজলুর রহমান ছানাসহ ১৪ জন ছাত্রনেতাকে সামরিক আদালত দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। একই দশকের শেষে এবং নব্বইয়ের গোড়ায় ৬০ জন ছাত্রনেতা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মিথ্যা হত্যা মামলায় নির্যাতিত হয়েছিল। সেসব নেতার অবদানের কথা দূরে থাক, নাম-গন্ধও নেই। বরং দুঃখজনকভাবে দেখা গেছে সমতার নাম করে রাজাকার ও প্রগতিশীলদের এক টেবিলে বসানোর। এটি পরিকল্পিত না কাকতালীয় তা পরে বোঝা যাবে। তবে এটুকু বলা যায়, সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রগতিশীল বরেণ্য শিক্ষকদের বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সঙ্গে একই টেবিলে বসিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। বরেণ্য শিক্ষাবিদ হাসান আজিজুল হক, প্রফেসর শহিদুল ইসলাম এবং বদরুদ্দীন উমরকেও বিতর্কিতদের সঙ্গে বসিয়ে রাখা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে এই উপমহাদেশের কৃতী সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হককে নিস্পৃহ দেখা গেছে। তাকে যার সঙ্গে বসানো হয়েছিল তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনীতি বিকাশের প্রধানদের একজন, যার বিরুদ্ধে তিনি এবং তার সতীর্থরা লড়াই করেছিলেন।

১৩ মে এর মহাসম্মেলনটি গেট টুগেদারের বিবেচনায় অবশ্যই সফল। অনেকেই মনে করেন পিকনিক মুড ছিল অনুষ্ঠানটিতে। পিকনিকে আনন্দ থাকে ফিরে যাওয়ার আগে, পরবর্তী কোনো করণীয় নিয়ে ঘোষণা থাকে না। কিন্তু একটি মহাসম্মিলন অবশ্যই তা থেকে ভিন্ন। সেখানে পরবর্তী করণীয় থাকে। সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা থাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ বছরের জীবনে প্রথম মহাসমাবেশের থেকে এ রকম ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল।

ঢাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রথম মহাসম্মিলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা সেখানে শুধু পিছিয়েই নই, বরং শূন্যের কোঠায় আমাদের অবস্থান। তাদের বিশাল ফান্ড আছে। তাদের বৃত্তি আছে। বিপদে সহযোগিতা আছে। আমাদের এসব নেই। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্র রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। যারা ৭৫ লাখ টাকা জোগাড় করে বিশাল সম্মেলন করতে পারেন তাদের পক্ষে তহবিল জোগাড় ও অ্যালামনাইকে শক্তিশালী করা কঠিন নয়

আমাদের একটা স্থায়ী কার্যকর অ্যালামনাই থাকা উচিত। অ্যালামনাই মানে শুধু গেট টুগেদার নয়, তার নিয়মিত কাজ থাকতে হবে। অ্যালামনাইকে স্থায়ী ভিত্তি দিতে হবে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় তার অ্যালামনাই এখনও অনেকটাই পিকনিকভিত্তিক। এটি আমাদের প্রাক্তনদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা সেখানে শুধু পিছিয়েই নই, বরং শূন্যের কোঠায় আমাদের অবস্থান। তাদের বিশাল ফান্ড আছে। তাদের বৃত্তি আছে। বিপদে সহযোগিতা আছে। আমাদের এসব নেই। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্র রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। যারা ৭৫ লাখ টাকা জোগাড় করে বিশাল সম্মেলন করতে পারেন তাদের পক্ষে তহবিল জোগাড় ও অ্যালামনাইকে শক্তিশালী করা কঠিন নয়। আমার জানামতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুগতদের হাতে পৃথক একটি অ্যালামনাইয়ের নামে ২০ লাখ টাকার একটি ফান্ড অলস পড়ে আছে। আমি মনে করি, আমাদের প্রাক্তনদের করণীয় আছে। আমরা একটা তহবিল গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করতে পারি। পারি গবেষণা ও সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখতে, শিক্ষায় দরিদ্রদের সহযোগিতা করতে। অ্যালামনাই পারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র একাত্তরে যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতিরক্ষায় কিছু করতে।

আয়োজকদের অনুরোধ করছি, সুভেনিরটি প্রকাশ করা হয়েছে তা সংশোধন করা। অবশ্য সেদিন সার্বক্ষণিক উপস্থাপক শ্রদ্ধেয় হক ভাই বলেছেন, সুভেনিরসহ সম্মাননা স্মারকগুলোতে যে ভুল হয়েছে তা সংশোধন করে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেবেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটিকে সুভেনির না বলে অ্যালবাম বলাই শ্রেয়। যে নামেই চিহ্নিত করুন এর ত্রুটিগুলো সংশোধন জরুরি। নতুবা এর মান বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলবে। স্যুভেনিরে কয়েকজন নিহত ছাত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে 'রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত'। যেটি অনেকটাই অস্বস্তিকর। কী কারণে তাদের জীবনদান তা পরিষ্কার করা হয়নি। ছবিগুলোয় নিহত ছাত্রদের কারোরই পরিচয় নেই। শহীদ শাহজাহান সিরাজের জীবনদান কি ছাত্র সংঘর্ষের কারণে? তিনি তো সামরিক শাসনবিরোধী লড়াইয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন, যেখানে রিজভী আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। ইয়াসির আরাফাত পিটু শহীদ হয়েছেন পুলিশের গুলিতে। এগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই পরিচ্ছদটি অবশ্যই বিবরণসহ পুনর্মুদ্রণ করতেই হবে। শহীদ ছাত্রদের নাম লিখতে হবে নতুবা বিকৃতি চলতেই থাকবে। যারা জীবন দিয়েছেন প্রত্যেকেই রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। প্রায় ২৬০ পৃষ্ঠার দৃষ্টিনন্দন স্যুভেনিরে সম্পাদকীয় আছে; কিন্তু সম্পাদনা পরিষদের নাম নেই। অথচ সমস্যা হলে সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষকে দায় বহন করার কথা। অনুরোধ করব সংশোধিত প্রকাশনায় রাকসু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সময়ের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে এক বা একাধিক নিবন্ধ রাখা। এতে কাউকে ওপরে তোলা হবে না বরং ইতিহাস রক্ষা করা হবে।

abrahamlincoln66@gmail.com